দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

090

আশেপাশে প্রতিদিন

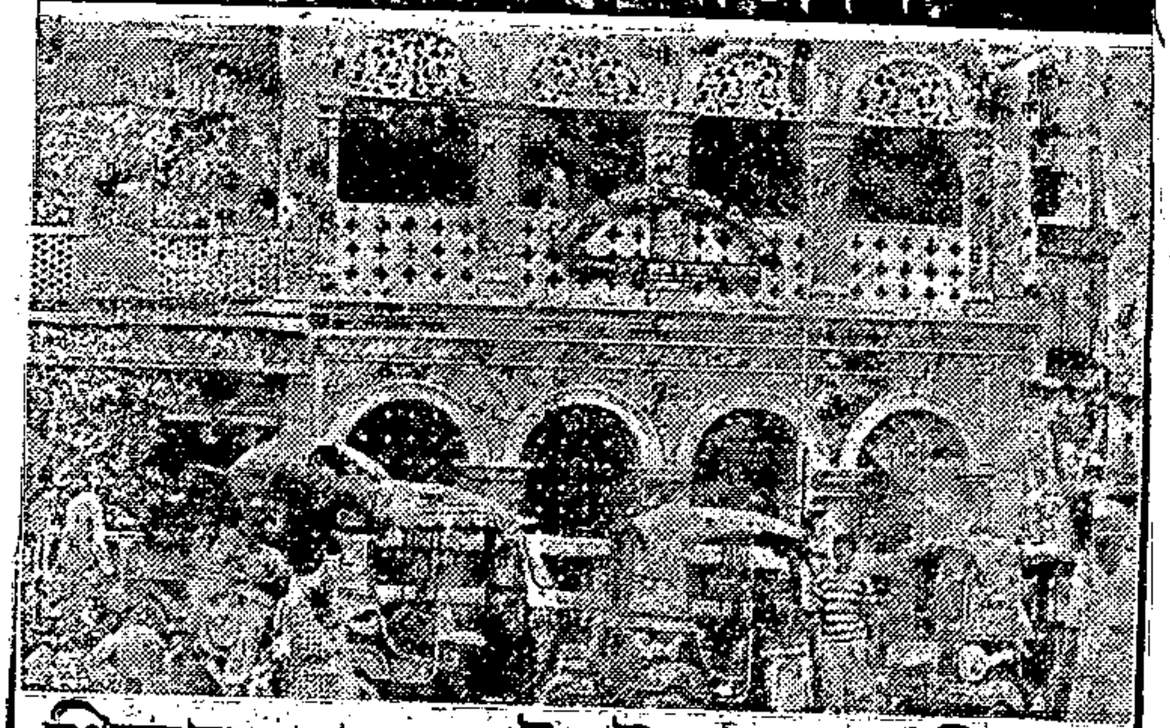

শিক্ষার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

শিক্ষা জীবনের ভিত্তি হলো প্রাথমিক শিক্ষা। শিশুদের কোমল মনে এই প্রাথমিক শিক্ষা জীবনের যে ছাপ পড়ে তা-ই পরবর্তীতে স্থায়ী হয়। আর তাই প্রাথমিক শিক্ষা জীবনে পাঠ্যসূচীর পাশাপাশি পরিবেশ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই এই সহজ সত্যটির প্রতি চরম অবহেলা করা হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান যা-ই হোক না কেন— শিক্ষার পরিবেশ কতটুকু বিদ্যমান সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। রাজধানীর এমনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হলো সূত্রাপুর থানাধীন লোহারপুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯২৮ সালে এ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। হাফেজ মোহাম্মদ হোসেন নামে জনৈক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এই বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার অধিগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রত্যক্ষরূপে পরিচালনার ভার গ্রহণের ফলে এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ১৯৮০-৮১ সালে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুদান এবং স্থানীয় অর্থ সাহায্যে জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবনের আমূল সংস্কার করে পুনঃ বিদ্যুতায়ন করা হয় এবং সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা-উপকরণ প্রদান করা হয়।

এই এলাকায় আলোচ্য বিদ্যালয়ের সুনামের কারণে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা চার শতাধিক। সূত্রাপুর লোহারপুলের ঢালে ব্যস্ত সড়কের পাশে এ বিদ্যালয়ের অবস্থান। বিদ্যালয় ভবন সংলগ্ন ফটকের বাইরে ব্যস্ত সড়ক। শ্রেণীকক্ষ হতে বের হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলা করার মাঠ তো দূরের কথা— এ বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় এক টুকরো খালি জমিও নেই। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষেই সব সময় বসে থাকতে বাধ্য হয়। উন্মুক্ত কোন প্রাঙ্গণ ছাড়া অবস্থিত এ বিদ্যালয় শিশুদের জন্য কতটুকু উপযোগী তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। উন্মুক্ত স্থানের অভাবে শ্রেণীকক্ষ হতে বের হয়েই সরাসরি সদর রাস্তায় এসে পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা। এতে যে কোন সময় সম্ভাবনা রয়েছে দুর্ঘটনার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অনুধাবন করে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এক টুকরো মাঠের ব্যবস্থা করলে ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন উপকৃত হবে তেমনি শিক্ষার পরিবেশও সুন্দর হবে।